ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 119-127
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.187

বাংলা কাব্যগীতির ধারায় অতুলপ্রসাদ সেনের গজল

মো: আফতাব উদ্দিন, *গবেষক, হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বিভাগ, সঙ্গীত-ভবন, বিশ্বভারতী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 10.09.2025; Accepted: 12.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The history of Bengali music is rich in the tradition of Kabyageeti. From the ancient Charjapadas to the modern era, Bengali music has evolved through the contributions of numerous poets, lyricists, composers, and musicians. Over time, Bengali music has spread its charm across the Indian subcontinent, incorporating new musical styles and enriching the Kabyageeti tradition. Atulprasad Sen, one of the Panchakavi (five poets) of Bengali literature, pioneered the Ghazal genre in Bengali Kabyageeti. Although his Ghazals are appreciated, he is not widely recognized as a successful Ghazal composer. This paper aims to shed light on the unknown aspects of Atulprasad Sen's Ghazal compositions and explore possible answers to questions surrounding his work.

Keywords: Kabyageeti, Ghazal, Musaira, Lucknow, Geetigunj

অতুলপ্রসাদের পিতা রামপ্রসাদ সেন তৎকালীন মাদারীপুর জেলার দক্ষিণ বিক্রমপুরের মগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা মনোভাবের। তবে জ্ঞান লাভের অগাধ স্পৃহা থেকে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলা এবং ফার্সি ভাষায় জ্ঞান পরিধি বৃদ্ধি করে জাপসা গ্রামে শিক্ষকতা শুরু করেন। কিন্তু কিছুকাল শিক্ষকতা করার পর তিনি চলে আসেন কলকাতায়। সেখানেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুকূল্যে কলকাতার মেডিকেল কলেজে পড়ার সুযোগ পান। সে সময় কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের ব্যক্তিত্বদের সাথে গভীর যোগসুত্র তৈরি হয় এবং সেই সূত্র ধরেই তিনি ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। রামপ্রসাদ ছিলেন একাধারে সুবক্তা, সাহিত্য অনুরাগী, রাজনীতি সচেতন এবং সমাজ সংস্কারক। তিনি কলকাতা থেকে ডাক্তারি পাস করে ঢাকার একটি পাগলা গারদে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন কিন্তু সে চাকরিতে তিনি বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেননি। অগত্যা ঢাকার সেই হাসনা বাজারের মিরা তারের বাড়ি থেকে সপরিবারে চলে আসেন তার শশুর কালীনারায়ণ গুপ্তের বাড়ি ভাটপাড়ায়। সে বাড়িতেই ১৮৭১ সালের ২০ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন অতুলপ্রসাদ সেন। জন্মের পর শিক্ষা এবং সংস্কৃতির অনুকূল পরিবেশে মাতামহের বাড়িতে শিশু অতুল প্রসাদ সেন বেড়ে উঠতে থাকেন। রামপ্রসাদ সেন তখন উপাসনা সভায় নিয়মিত ব্রাহ্ম সংগীতের চর্চা করতেন। পিতার সাথে সে উপাসনা সভায় সঙ্গতে অংশ নিতেন কিশোর অতুলপ্রসাদ সেন। কিন্তু পিতা পুত্রের এই মেলবন্ধনের বিচ্ছেদ ঘটে অচিরেই। রামপ্রসাদ ইহলোক ত্যাগ করেন। পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর তিনি মাতামহের বাড়িতেই থিতু হন। এভাবেই পিতৃহারা কিশোর অতুল প্রসাদের জীবনে তখন কালীনারায়ণ গুপ্তের জীবন আচরণ বেশ প্রভাব বিস্তার করে। কালীনারায়ণ গুপ্ত ছিলেন নিরহংকারী হিন্দু মুসলিম সম-দৃষ্টিতে দেখা এক অনন্য মানুষ। কালীনারায়ণ গুপ্ত নিজেও গান করতেন এবং শহরের রাস্তায় প্রায়ই নগর সংকীর্তনে বের হতেন। মাতামহের সাথে অতুল প্রাসাদ সেনও বের হতেন সেই নগর সংকীর্তনে। আর এভাবেই মাতামহের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শে মহরম, হোলি, জন্মাষ্টমী এবং ঈদ উৎসবে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অতুলপ্রসাদ সেনের মাঝে গড়ে ওঠে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি। এই

সম্প্রীতির ধারা অব্যাহত থাকে তার পরবর্তী জীবনেও। যখন তিনি বিলেতে আইন বিষয়ে পড়াশোনা করতে যান তখন সেখানে পরিচয় ঘটে শ্রী অরবিন্দ, মনমোহন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সরোজিনী নাইডু এবং চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গে সাথে। প্রবাস জীবনে সেই সব বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে প্রায়ই ঘরোয়া বৈঠকে চলতো ধর্মালোচনা, সাহিত্য এবং সংগীত চর্চা। অতঃপর ১৮৯৫ সালে অতুল প্রসাদ বিলেত থেকে দেশে ফিরে তিনি কলকাতার হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় নিয়োজিত হন। তখন কলকাতা শহরে সাহিত্য এবং সংগীতের মজলিস হিসেবে 'খামখেয়ালী' নামে একটি আসর উচ্চ মহলে সুপরিচিত ছিল। সে আসরেই নিয়মিত যাতায়াত করতেন অতুল প্রসাদ সেন। 'খামখেয়ালী' ঐ আসরেই ১৮৯৬ সালে শ্রীমতি সরলা দেবীর কল্যাণে দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত সাক্ষাত ঘটে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে। খামখেয়ালী সভার বাকি সদস্যরা ছিলেন: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জগদীন্দ্রনারায়ণ রায়, লোকেন পালিত, রাধিকা মোহন গোস্বামী প্রমুখ। সে সভার কনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন অতুলপ্রসাদ সেন। কিন্তু পিতার মত তিনিও স্বাধীনচেতা মনোভাবের জন্য খুব বেশি দিন কলকাতায় স্থির হতে পারেননি। অবশেষে ব্যক্তি জীবনের নানা ঘটনা পরিক্রমায় তিনি তার মুসলিম বন্ধু মমতাজ হোসেনের ডাকে ১৯০২ সালে লখনৌতে চলে যান। শুরু হয় অতুলপ্রসাদের আরেক বাঙালি প্রবাস জীবন। লক্ষ্নৌতে তিনি আইন পেশায় যুক্ত হন এবং বেশ সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি সাহিত্য, সংগীত এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে দ্রুততার সাথে খ্যাতি অর্জন করেন। আর এভাবেই কর্মমুখর হতে থাকে অতুলপ্রসাদের লক্ষ্ণৌ জীবন।

তৎকালীন সময়ে লক্ষ্ণৌ ছিল বহুজাতিক সংস্কৃতির এক সমৃদ্ধ নগরী। উত্তর ভারতীয় সংগীতের মূল ধারার প্রধান সাংস্কৃতিক নগর হিসেবে লক্ষ্ণৌ তখন সুখ্যাতি এবং ব্যাপ্তি লাভ করে। মূলত মুসলিম শাসনামলে আওধের নবাবগণের কল্যাণে এই অঞ্চল ধীরে ধীরে শিল্প সাহিত্যে সমৃদ্ধ হতে শুরু করে। আওদের নবাবদের মধ্যে শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রেষ্ঠ নবাব ছিলেন ওয়াজিদ আলি শাহ (১৮২২-১৮৮৭) তাঁর শাসনামলে (১৮৪৭-১৮৫৬) লক্ষ্ণৌ হয়ে উঠে সংগীত চর্চার প্রাণ কেন্দ্র। এ সম্পর্কে অতুল প্রসাদ সেন তাঁর 'মুসায়েরা' প্রবন্ধে লিখেছেন:

> "নবাব ওয়াজিদালি সাহেবের সময় মুসায়েরার খুব আদর ও প্রতিষ্ঠা ছিল। সে সময়কার মুসায়েরার গল্প এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। ওয়াজিদালি সাহ স্বয়ং খুব সুন্দর গজল রচনা করিতেন। বাদসাহ নিজেও নাকি কখনও কখনও মুসায়েরাতে সরীক হইতেন।"[১] (উত্তরা প্রথম সংখ্যা, দ্বিতীয় বর্ষ আশ্বিন, ১৩৩৩। কলকাতা।)

মুসায়েরা হল উর্দু কবিতা শের ও শায়েরি পাঠের আসর। ভারতীয় উপমহাদেশে আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫) উর্দু শায়েরি রচনায় লোকসমাজে বেশ পরিচিত ছিলেন। অতুল প্রসাদ সেনের সাথে হামিদ আলি খাঁ সাহেবের লক্ষ্ণৌ ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা অতুল প্রসাদ সেনের মুসায়েরা প্রবন্ধ থেকে জানা যায়। তিনি মুসায়েরা প্রবন্ধে লিখেছেন,

> "তখন আমার উর্দুবিদ্যা নিতান্ত প্রাথমিক, বিহার অঞ্চলের চাকরদের কাছে শেখা বাংলা-ভাঙা বিকৃত হিন্দী তখনও অতিক্রম করিতে পারি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম- খাঁ সাহেব, মুসায়েরা ব্যাপারটা কি? হয়ত বলিয়া থাকিব ' খাঁ সাহেব মুসায়েরা ব্যাপার ক্যা হায়? তিনি উত্তরে হাসিয়া বলিলেন- 'লখনৌ আসিয়াছ, আর, কমবখৎ, এও জান না মুসায়েরা কাকে বলে? তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, মুসায়েরার অর্থ কবি-সম্মিলন, যেখানে আমন্ত্রিত কবিগণ তাঁহাদের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন।"[২]

এভাবেই শুরু হয় উর্দু কবিতার আসর 'মুসায়েরা'তে অতুলপ্রসাদ সেনের নিয়মিত যাতায়াত। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে অতুল প্রসাদ সেনের উর্দু জ্ঞান এবং ভালবাসা। সে আসরেই নিয়মিত উর্দু গজলের মজলিশ বসতো। রাতভর উর্দু গজলে বিরহ প্রাণে নিমজ্জিত থাকতেন কবি অতুল প্রসাদ সেন। সম্ভবত কবিসত্তার সে ভাব থেকেই গজল রচনার সূত্রপাত ঘটে। রচিত হয় বাংলাভাষায় বাংলা গানের প্রথম গজল।

> *"গীতিগুঞ্জ: গজল।*
> *কত গান তো হল গাওয়া,*
> *আর মিছে কেন গাওয়াও?*

যদি দেখা নাহি দিবে
তবে কেন মিছে চাওয়াও ?”[৩]

এই গান সম্পর্কে ড. করুণাময় গোস্বামী তাঁর রচিত নজরুল গীতি বইতে লিখেছেন:

> “অতুল প্রসাদের ‘কত গান তো হল গাওয়া’ কে তাঁর শ্রেষ্ঠ গজল রচনা বলে উল্লেখ করেছেন সবাই। সে বিবেচনায় এটিই বাংলা ভাষার প্রথম উল্লেখযোগ্য গজল।”[৪]

তবে এ গান সম্পর্কে পাহাড়ী সান্যালের স্মৃতিকথায় একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা বর্ণিত আছে। পাহাড়ী সান্যাল ছিলেন বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা, গায়ক, দিলীপকুমার রায়ের ঘনিষ্ঠজন এবং অতুলপ্রসাদের সংগীতের শিষ্য। তাঁরই স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়:

> “আমি তখন ইন্টারমিডিয়েটে পড়ি। সেই সময় একবার মন্টুদা (দিলীপকুমার রায়) লখনৌ এল এবং তার নিজের রচিত একটি গান যেটির প্রথম ছত্র হল ‘যদি দিন না দেবে তবে এত ব্যথা কেন সওয়াও’ এই গানখানি আমাকে যত্ন করে শেখালো।”[৫]

এই গান শেখার পর তিনি দিলীপরায়ের উপস্থিতিতে অতুল প্রসাদ সেনকে গানটি গেয়ে শোনান। সে গান শুনে অতুল প্রসাদ সেন বেশ উচ্ছসিত হয়েছিলেন। এর কিছুদিন পর পাহাড়ী সান্যাল এক সন্ধ্যাবেলায় অতুল প্রসাদের বাড়িতে গেলেন। পাহাড়ী সান্যালকে উদ্দেশ্য করে অতুল প্রসাদ সেন বললেন: “তোমাকে আজ আমি খুব সুন্দর একটা গান শেখাব।”[৬] পাহাড়ী সান্যালের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়:

> “অতুলদা গানের প্রথম ছত্রটি যখন গাইলেন তখন আমি হঠাৎ হারমোনিয়াম থামিয়ে বলে উঠলাম, ‘এ কী অতুলদা! এ যে মন্টুদার ‘যদি দিন না দেবে’-র সুর!’ অতুলদা খুব উঁচু গলায় হেসে উঠে বললেন, ‘আরে তা তো নিশ্চয়ই। তার সুরটা এমন করে মনে সাড়া তুলেছিল বলেই তো এই গানটা লিখতে পেরেছি।”[৭]

পরবর্তীতে এই গানটি অতুল প্রসাদ সেনের গীতিগুঞ্জ বইতে গজল গান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। অতুল প্রসাদ সেন এই গানটি সাহানা দেবীকে দিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানিতে রেকর্ড করিয়ে প্রকাশ করান। ফলে এই গান দ্রুতই শ্রোতা মন জয় করে নেয়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ঘটে দিলীপকুমার রায়ের ‘যদি দিন না দেবে’ গানটির। একদিকে অতুল প্রসাদের ‘কত গান তো হল গাওয়া’ গানের খ্যাতি অন্যদিকে দিলীপকুমার রায়ের ‘যদি দিন না দেবে’ গানের শ্রোতা বিমুখতা এর অন্যতম কারণ। দিলীপকুমার রায় অতুল প্রসাদ সেনের মত সহজবোধ্য কবি হয়ে উঠতে পারেন নি। সম্ভবত তাঁর রচনায় তৎসম এবং কঠিন শব্দের প্রয়োগের আধিক্য থাকায় তা বাঙালি মনে গীতিকবি হিসেবে স্থান করে নিতে পারেনি। ফলশ্রুতিতে এই গানটি শ্রোতা মনে বিস্মৃত হতে হতে এক সময় কালের অতলে গানটি বাণী সহ হারিয়ে যায়। যদিও তৎকালীন সময়ে উক্ত গানটির স্বরলিপি ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকা, পৌষ ১৩৩০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু বর্তমানে এই গানের দুটো লাইন ছাড়া পুরো গানের সুর এবং বাণীর কোন অস্তিত্বই আর সংরক্ষিত নেই!

অতুল প্রসাদের আরেকটি বিখ্যাত গজল গান হল:

“বঁধুয়া, নিদ নাহি আঁখিপাতে।
আমিও একাকী, তুমিও একাকী
আজি এ বাদল-রাতে।
ডাকিছে দাদুরী মিলনতিয়াসে,
ঝিল্লি ডাকিছে উল্লাসে।
পল্লীর বঁধু বিরহী বঁধুরে
মধুর মিলনে সম্ভাষে।
আমারো যে সাধ বরষার রাত
কাটাই নাথের সাথে।-
নিদ নাহি আঁখিপাতে।”[৮]

গজল আরবদের কাছ থেকে পারস্য হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করে মধ্যযুগে। ভারতীয় উপমহাদেশ হল বহুভাষা এবং সংস্কৃতির তীর্থভূমি। ফলে বহু ভাষার সংমিশ্রণে এ অঞ্চলে গজল রচনার চর্চা হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। উপমহাদেশে সর্ব প্রথম এই বহুভাষার সংমিশ্রণে গজল রচনা শৈলীর প্রচলন শুরু করেন তুতই- ই- হিন্দ খ্যাত সুফি সংগীতবিশারদ আমির খসরু। তাঁর রচিত একটি গজলের অংশ বিশেষ হল:

"শবা হিজরাঁ দরাজে চুঁ জুলফ ওরোজ ও ওসলশ চুঁ উমর কোতাহ
সখী পিয়াকো জো ময় না দেখুঁ তো কায়সে কাটো আন্ধেরি রাতিয়াঁ।।
চু শাময়ে সোজাঁ চু জররা হয়বাঁ জে মেহরে আঁ বগশতম্ আখির
না নীন্দ নয়না না অঙ্গ চায়না না আপ আওয়েঁ না ভেজে পাতিয়াঁ।।"[৯]

আমির খসরু এই গজলের প্রথম লাইন ফার্সি, দ্বিতীয় লাইন উর্দু এবং তৃতীয় লাইন ও চতুর্থ লাইন হিন্দি উর্দু মিলিয়ে গীত রচনা করেছেন। আমির খসরুর মত অতুল প্রসাদ সেনও এই বাংলা গজল গানের ক্ষেত্রে প্রথম লাইন উর্দু, হিন্দি এবং পরবর্তী লাইনগুলো বাংলায় রচনা করেছেন। যা গজলের মূল ধারার পথ নির্দেশ করে। তবে এই গান লেখার ইতিহাস সম্পর্কে স্মৃতিকথায় রণজিত সেন কে উদ্দেশ্য করে অতুল প্রসাদ সেন বলেছেন:

"তবে আমার 'বধূ নিদ নাহি আঁখিপাতে' গানটি লিখেছিলাম মফস্বলে এক ডাক বাংলোতে। কোন একটি কেসে গিয়েছিলাম। ডাক বাংলোর বারান্দায় রাতে ডিনারের পর ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে একা বিশ্রাম করছি, বাইরে টিপ টিপ বৃষ্টি হচ্ছে। চোখে ঘুম আসছে না। ঝিঁ ঝিঁ পোকা ও ব্যাঙের ঐক্যতান শুনছি। হঠাৎ মনটা উদাস হয়ে গেল। এই গানটি তখন লিখেছিলাম।"[১০]

তবে এই গানের সাথে আবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গানের ভাবগত মিল রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাফি রাগের উপর রচিত সে গানটি হল:

"আজি নাহি নাহি নিদ্রা আঁখিপাতে।
তোমার ভবনতলে হেরি প্রদীপ জ্বলে,
দূরে বাহিরে তিমিরে আমি জাগি জোড়হাতে।"[১১]

এই গানের সাথে অতুলের গানের সুরের কোন মেলবন্ধন না থাকলেও বাণী বিশ্লেষণে দুটো গানের প্রাসঙ্গিক তুলনা চলেই আসে। যদিও গানটি বেহাগ রাগে এক অদ্ভুত করুন রসের সঞ্চার করে। তথাপি এই গান একদিকে খাঁটি হিন্দুস্তানি বেহাগ রাগে গজলের ভঙ্গিমা অন্যদিকে গানের বাণীতে মিশে আছে বৈষ্ণব কাব্যের চিরন্তন বিরহ। সব মিলিয়ে এই গজল গানে সার্থক এক মেলবন্ধন প্রকাশ পেয়েছে। অতুল প্রসাদের আরেকটি গজল গান হল:

"জল বলে, চল্ মোর সাথে চল্,
কখনো তোর আঁখিজল হবে না বিফল।
চেয়ে দেখ্ মোর নীল জলে, শত চাঁদ করে টলমল্।
বধূরে আন্ ত্বরা করি,
কূলে এসে মধু হেসে ভরবে গাগরি;
ভরবে প্রেমে হৃৎকলসী, করবে ছলছল্।"[১২]

নজরুল সঙ্গ ও প্রসঙ্গ বইতে দিলীপকুমার রায় তাঁর 'আলোর বাণীবহ নজরুল' প্রবন্ধে এই গান সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেছেন। দিলীপকুমার রায় সে প্রবন্ধে লিখেছেন: 'একবার ওকে ধরলাম: 'কাজী ভাই, আজ আমাকে অমুক সভায় গজল গাইতে হবে।' তুমি লিখে দাও একটি নয়া গজল।'
ও একগাল হেসে বলল: 'এ আর বেশি কথা কী দিলীপদা?' ব'লেই লিখে গেল একটানা আমার খাতায় (এ-খাতাটি আমার কাছে এখনো আছে ওর করলিপিতে মহার্ঘ হয়ে)

'এত জল ও কাজল চোখে
পাষাণী আনলে বলো কে?'

এ-গানটি ও-গাইত হিন্দুস্থানী লোকসঙ্গীতের ঢঙে-কাজরি চালে পাহাড়ী রাগের আমেজ এনে। অতুলপ্রসাদ গুণে মুগ্ধ হয়ে এর জুড়ি গান করেন তাঁর বিখ্যাত:

"জল বলে চল্ মোর সাথে চল
তোর আঁখিজল্প হবে না বিফল।"[১৩]

তবে সচেতন শ্রোতৃবর্গ একটু মনযোগ দিয়ে কাজী নজরুল ইসলামের রচিত সার্থক এবং বিখ্যাত গজল:

"আলগা কর গো খোঁপার বাঁধন
দিল ওহি মেরা ফসগয়ী"[১৪]

গানটিকে অনুধাবন করলে দেখতে পাবেন, গানটির সুরের চলনে অতুলপ্রসাদের পূর্বোক্ত গানটির তুমুল সাদৃশ্য। বিশেষতঃ এই গানের আস্থায়ী অংশে এর সাদৃশ্যকরণ বেশ প্রকট।

এ গানের রচনা সম্পর্কে কল্যাণকুমার বসুর 'আমারে এ আঁধারে' বইয়ে শ্রীমতি সাহানা দেবী কবি অতুল প্রসাদের গান ও মানুষ প্রসঙ্গ স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়: 'শ্রীরণজিত সেনের সঙ্গে অতুল প্রসাদ সেনের পরিচয় হয় লন্ডন শহরে। সে সময় অতুল প্রসাদের সাথে রণজিত সেনের মাঝে 'অতুলপ্রসাদী গান' নিয়ে কিছু আলোচনা হয়। সেখানেই রণজিত সেন জিজ্ঞাসা করেছিলেন অতুল প্রসাদ সেনকে, আপনার জল বলে চল মোর সাথে চল গানটি পড়ে মনে হয়েছিল, আপনি যেন কোন জ্যোৎস্নার রাতে নৌকা করে নদী দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ওই গানটি মনে এসেছিল। অতুল প্রসাদ সেন তখন হেসে বলেছিলেন,

> "মোটেই না। কোর্টে যাবার তাড়া, বাথরুমে স্নান করছি, ঘটি দিয়ে বার বার মাথায় জল ঢালছি, তখন ওই গানটি মনে এল। কাজেই বুঝতে পারছ, গান লিখতে সব সময়ে কোন বিশেষ পরিবেশের দরকার হয় না।"[১৫]

অতুল প্রসাদ সেনের লেখা তাঁর গীতিগুঞ্জ বইতে আরও কয়েকটি গান তিনি গজল শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। গানগুলো হল:

"কে গো তুমি বিরহিণী, আমারে সম্ভাষিলে?
এ পোড়া পরান-তবে এত ভালোবাসিলে?
কভু হরিত বসনে সাজি',
কুসুমে ভরিয়া সাজি,
মধুমাসে মধু হাসে মম পানে হাসিলে।"[১৬]

এই গানটি গজল শিরোনামে হলেও এটি গীতিগুচ্ছের প্রকৃতি পর্যায়ের গানে অন্তর্ভুক্ত।

অতুল প্রসাদ সেনের মানব পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত আরও একটি গানের শিরোনামে তিনি গজল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। গানটি হল:

"ভাঙা দেউলে মোর কে আইলে আলো হাতে?
ব'লে দিল কে পথ এ কালো রাতে?
এ যে কাঁটার বন, হেথা কী প্রলোভন,
ঘর ছেড়ে এলে কী আশাতে"[১৭]

এ গীতিগুঞ্জ বই থেকে গান রচনার ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়। কোন এক বর্ষার সন্ধ্যায় কলকাতার বালীগঞ্জের-ডোভার লেনে বন্ধু খগেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে গানের মজলিসে অতুল প্রসাদ সেন এই গানটি গেয়েছিলেন। অতুল প্রসাদ সেনের গজল শিরোনামে আরও একটি গান হল:

"রাতারাতি করল কে রে ভরা বাগান ফাঁকা?
রাঙা পায়ের চিহ্ন শুধু আঙিনাতে আঁকা;
তোলা ফুলেরখালি বোঁটায় ছোঁয়ার গন্ধ মাখা।"[১৮]

গীতিগুচ্ছ বইতে এই গানটিও মানব পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

উল্লেখিত এ গজল গানগুলো ছাড়াও প্রখ্যাত গায়িকা নূপুর ছন্দা ঘোষ তাঁর 'অনন্য অতুল প্রসাদ' বইতে অতুল প্রসাদের আরও একটি গানকে তিনি 'সুমধুর গজল' বলে উল্লেখ করেছেন। গানটি হল কে গো তুমি বিরহিণী, আমারে সম্ভাষিলে? এ পোড়া পরান-তবে এত ভালোবাসিলে? তবে গীতিগুচ্ছে এ গানটি বাউল পর্যায়ের। শ্রীসুরেশ

চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘অতুল প্রসাদ সেন’ বইতে ‘অতুল প্রসাদ সেন ও তাঁর সংগীত’ প্রবন্ধে দিলীপকুমার রায় অতুল প্রসাদ সেনের একটি গানকে গজল সুরের বাংলা গান বলে উল্লেখ করেছেন। গানটি হল:

“ঝরিছে ঝর-ঝর গরজে গর গর
স্বনিছে সর সর শ্রাবণ মাঃ।
তটিনী তর তর, সরসী ভর ভর,
ধরণী থর থর, সিকত গা।
বিরহী ধর ধর, মানিনী সর সর,
চাহিছে খর খর সুলোচনা।”[১৯]

ঝরিছে ঝর ঝর গানটি সাওয়ানী সুরে হলেও এ গানে গজলের মহিমা স্পষ্ট। যদিও এ গান শুনলে বৃষ্টির ঝম ঝম শব্দ কানে ভেসে আসে।

রাজ্যেশ্বর মিত্র তাঁর ‘বাংলার গীতিকার’ বইয়ে অতুল প্রসাদের একটি গানকে তিনি গজল গান বলে উল্লেখ করেছেন। গানটি হল:

“তব অন্তর এত মন্থর আগে তো তা জানি নি।
ভেবেছিনু ফুটিবে ফুল শুনি’ পিকরাগিণী।
মধুরাতে ফুলহাতে গান কি মোর শোন নি?
কেন রাকা মেঘে ঢাকা ওগো অভিমানিনী ?”[২০]

রাজ্যেশ্বর মিত্র তাঁর ‘গীতশিল্পী অতুল প্রসাদ’ প্রবন্ধে আরও দুটি গানকে তিনি গজল গান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। গানগুলো হল:

“এ বনেতে বনমালী, কোথা তব বনফুল?
কার লাগি ধায় এত দলে দলে অলিকুল?
সুরভি পবন মোরে ঘুরাইছে মিছে ঘোরে,
শুধু কি ফুটাও কাঁটা, ফুটাও না কি মুকুল ?”[২১]

এ গান সম্পর্কে অতুল প্রসাদ সেনের গীতগুঞ্জ বইতে গীত রচনার ঘটনা উল্লেখ আছে। এই গানটি তিনি লিখেছিলেন দার্জিলিং-এর পথে টয় ট্রেন থেকে প্রকৃতির নিরভারণ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে লেখা এবং পরে বন্ধুদের কাছে গান করা।

“ওগো ক্রন্দসী পথচারিণী,
তুমি কোথা যাও, তুমি কারে চাও?
কী ব্যথা তব অন্তরে,
ও বিষাদিনী, মোরে বলে যাও।”[২২]

অতুলপ্রসাদ সেনের আরো দুটি গজল গানের উল্লেখ পাওয়া যায় সোহেল ইমাম খান রচিত ‘গজল কথা‘ বইতে। গান দুটি হল:

“তুমি মধুর অঙ্গে নাচো গো রঙ্গে,
নূপুরভঙ্গে হৃদয়ে
ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনিনি॥
প্রেম-অধীরা কণ্ঠ-মদিরা
পরান-পাত্রে এ মধু রাত্রে ঢালো গো !”[২৩]

এবং

“বলো গো সজনী, কেমনে ভুলিব তোমায়?
যতন যাতনা বাড়ায়।
যদিও যাতনা সহি
নয়ন ফিরায়ে লহি,
প্রাণ তবু পড়ে থাকে পায়।”[২৪]

অতুলপ্রসাদ সেন এ গান দুটিতে বাংলা গীতিকাফের কাঠামো ব্যবহার করেছেন। যার ফলে সুরগুলো হালকা মেজাজের এবং সেমি ক্লাসিক্যালধর্মী।

উইকিপিডিয়া এবং বর্তমানে প্রকাশিত বিভিন্ন বইতে অতুল প্রসাদের গজল গানের সংখ্যা ৪/৫ টি উল্লেখ করা হলেও অনুসন্ধানে মোট ১৩ টি গজল গানের সন্ধান মিলেছে। গানের বাণী বিশ্লেষণে প্রতিটা গানই কোন না কোন ভাবে গজলের ভাবগত দিক দিয়ে প্রবল সাদৃশ্যপূর্ণ। গজল মূলত কাব্য। কাব্যের কাঠামোই এর প্রাণ। সে বিচারে অতুল প্রসাদের উল্লেখিত কিছু গান গজলের সুরে এবং কিছু গান কাব্য দক্ষতার বিচারে গজল বলে বিবেচনা করা যায়। তবে অতুলপ্রসাদের কোন গানই গজল এর শুদ্ধ ভাব ধারা বজায় রাখতে পারেনি। গজলের গঠন মূলত দুই প্রকার:
১। মুরাদ্দফ, ২। গ্যার মুরাদ্দফ।

মুরাদ্দফে রাদিফ থাকে। রাদিফ হল: একই শব্দ বা বাক্য যা প্রতিটি লাইনের শেষে বারবার আসে। কিন্তু গ্যার মুরাদ্দফে রাদিফ থাকে না। তবে গ্যার মুরাদ্দফে কাফিয়াঁ থাকে। কাফিয়াঁ হল: কাব্যের ছন্দপূর্ণ অন্তমিল। সে বিচারে অতুল প্রসাদ সেনের উল্লেখিত গজল গানগুলোর প্রায় সব ক'টিই কাফিয়াঁর অন্তর্গত গ্যার মুরাদ্দফ। সেই সাথে অতুল প্রসাদের গজলের আরও একটি বিশেষত্ব হল তিনি মূল ধারার গজলের সাথে বাংলা ভাষার কাব্য ধারার এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন যা তাঁর আগে কেউ করে দেখাতে পারেননি। অতুলপ্রসাদ সেন তাঁর জীবদ্দশায় ২০০টির মত গান লিখেছেন। যেগুলো দেবতা, প্রকৃতি, স্বদেশ, মানব ও বিবিধ পর্যায়ে বিভক্ত। কিন্তু গজল হিসেবে তাঁর যে গানগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোতে পরিপূর্ণ গজলের কাঠামো খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে এটি অনস্বীকার্য যে, তাঁর রচিত গানগুলো বাংলা কাব্যগীতির ধারার সাথে উর্দু গজলের ভাব এবং আংশিক কাঠামোর এক সার্থক মেলবন্ধন তৈরি করেছে। কিন্তু অতুল প্রসাদের গজল গানকে সার্থক গজল বলা যায় না। এমনকি তিনি গজল রচনা ক্ষেত্রে কোন স্বতন্ত্র ধারা তৈরি করতে পারেননি। এর একটি অন্যতম কারণ হতে পারে, তিনি আজীবন লক্ষ্ণৌতে বাঙালি প্রবাসী হিসেবে জীবন যাপন করায় বাংলা অঞ্চলের মানুষদের কাছ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন ছিলেন। যার ফলে তিনি ভক্ত শ্রোতাকুলের মাঝে নিজের প্রসার করতে পারেননি। তাছাড়া উনি বাংলা ভাষায় খুব বেশি গজল রচনা ও করেননি ফলে বাংলা ভাষায় সার্থক গজল রচয়িতা হিসেবে উনার নাম বিবেচনা করা হয় না। এদিক থেকে কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন গজল রচনায় একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি ১০০ টিরও বেশি গজল রচনা করেছেন। অতুলপ্রসাদের গজলের গুণগতমান থেকে কাজী নজরুল ইসলামের গজলের গুণগতমান অনেক বেশি উন্নত এবং সার্থক। তবে অতুলপ্রসাদ সেনের এই প্রচেষ্টা বাংলা গানের ধারায় এক নতুন সংযোজন। তাই বাংলা ভাষায় সার্থক গজল গান সংযোজনকারী হিসেবে তিনিই প্রথম এবং সবসময়ই প্রথম।

তথ্যসূত্র:

১। মুখোপাধ্যায়, মানসী। অতুলপ্রসাদ। প্রথম প্রকাশ জন্ম শতবার্ষিকী, ডিসেম্বর ১৯৩১, প্রকাশক: অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা। পরিশিষ্ট: মুসায়েরা (উত্তরা প্রথম সংখ্যা, দ্বিতীয় বর্ষ আশ্বিন, ১৩৩৩, কলকাতা), পৃ. ২৯-৩০।

২। ঘোষ, সুনীলময় (সম্পাদক)। অতুলপ্রসাদ সমগ্র। প্রকাশক: সাহিত্যম্, প্রথম প্রকাশ: কলিকাতা পুস্তকমেলা ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, ১৯৮৩ সাল, কলকাতা, পৃ. ১৪৯।

৩। সেন, অতুলপ্রসাদ। গীতিগুঞ্জ। প্রকাশক: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, প্রকাশ কাল: তৃতীয় সংস্করণ বঙ্গাব্দ ১৩৬৪, ১৯৩১ সাল, কলকাতা, পৃ. ২২৫।

৪। গোস্বামী, করুণাময়। নজরুল গীতি প্রসঙ্গে। প্রকাশক: বাংলা একাডেমী ঢাকা। প্রথম পুনর্মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬। ঢাকা, পৃ. ১৬৭।

৫। সান্যাল, পাহাড়ী। মানুষ অতুলপ্রসাদ। প্রকাশনী: সপ্তর্ষি প্রকাশন। প্রকাশ কাল: জানুয়ারি ২০১২ সাল। কলকাতা, পৃ. ৩৬।

৬। তদেব, পৃ. ৩৬।

৭। তদেব, পৃ. ৫০।

৮। সেন, অতুলপ্রসাদ। গীতিগুঞ্জ। প্রকাশক: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, প্রকাশ কাল: তৃতীয় সংস্করণ, বঙ্গাব্দ ১৩৬৪, ১৯৩১ সাল, কলকাতা, পৃ. ২১৬-১৭।
৯। খান, সোহেল ইমাম। গজল কথা। প্রকাশক: সুচয়নী পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সাল, ঢাকা, পৃ. ৭১।
১০। ঘোষ, নূপুর ছন্দা। অনন্য অতুলপ্রসাদ। প্রকাশক: সৃষ্টি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ২০০২ সাল, কলকাতা, পৃ. ৩৪।
১১। ঠাকুর, রবীন্দ্র নাথ। অখন্ড গীতবিতান। প্রকাশক: বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, পুনর্মুদ্রণ: মাঘ ১৪০১ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ১৭২।
১২। সেন, অতুলপ্রসাদ। গীতিগুঞ্জ। প্রকাশক: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, প্রকাশ কাল: তৃতীয় সংস্করণ, বঙ্গাব্দ ১৩৬৪, ১৯৩১ সাল, কলকাতা, পৃ. ৫২।
১৩। কথা সাহিত্য (সম্পাদনা) সম্পাদক মন্ডলী। নজরুল সঙ্গ ও প্রসঙ্গ। প্রকাশক: অমর সাহিত্য প্রকাশন, প্রকাশ কাল: বাংলা ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৫৯।
১৪। নবী, রশিদুন্ (সম্পাদক)। নজরুল সংগীত সমগ্র। প্রকাশক: কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, তৃতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সাল, ঢাকা, পৃ. ৬৫১।
১৫। বসু, কল্যাণকুমার। আমারে এ আঁধারে। প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, জুলাই ১৯৬৯, প্রকাশক: অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির, কলকাতা, পৃ. ৩০৬।
১৬। সেন, অতুলপ্রসাদ। গীতিগুঞ্জ। প্রকাশক: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, প্রকাশ কাল: তৃতীয় সংস্করণ বঙ্গাব্দ ১৩৬৪, ১৯৩১ সাল, কলকাতা, পৃ. ৬৮।
১৭। তদেব, পৃ. ১১৮।
১৮। তদেব, পৃ. ১৬৬।
১৯। ঘোষ, সুনীলময় (সম্পাদক)। অতুলপ্রসাদ সমগ্র। প্রকাশক: সাহিত্যম্, প্রথম প্রকাশ: কলিকাতা পুস্তকমেলা ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, ১৯৮৩ সাল, কলকাতা, পৃ. ৪৭।
২০। সেন, অতুলপ্রসাদ। গীতিগুঞ্জ। প্রকাশক: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, প্রকাশ কাল: তৃতীয় সংস্করণ, বঙ্গাব্দ ১৩৬৪, ১৯৩১ সাল, কলকাতা, পৃ. ১৩২।
২১। তদেব, পৃ. ২১০।
২২। ঘোষ, সুনীলময় (সম্পাদক)। অতুলপ্রসাদ সমগ্র। প্রকাশক: সাহিত্যম্, প্রথম প্রকাশ: কলিকাতা পুস্তকমেলা ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, ১৯৮৩ সাল, কলকাতা, পৃ. ১৪০।
২৩। সেন, শ্রী অতুলপ্রসাদ। কাকলি। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, প্রকাশ কাল: পৌষ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৪৭।
২৪। সেন, অতুলপ্রসাদ। গীতিগুঞ্জ। প্রকাশক: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, প্রকাশ কাল: তৃতীয় সংস্করণ, বঙ্গাব্দ ১৩৬৪, ১৯৩১ সাল, কলকাতা, পৃ. ১৪৮।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। রায়, দিলীপকুমার। সাঙ্গীতিকী। প্রকাশক: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশ কাল ১৯৩৮, কলকাতা।
২। দাশগুপ্ত, বিনয়েন্দ্রনাথ। অতুলপ্রসাদ সেন (অতুলপ্রসাদ সেন প্রসঙ্গে)। প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ১৯৬৩, প্রকাশনা: বাগর্থ, কলকাতা।
৩। চক্রবর্তী, শ্রীসুরেশ (সম্পাদিত)। অতুলপ্রসাদ সেন (অতুলপ্রসাদ সেন জন্ম-শতবর্ষপূর্তি উৎসব শ্রদ্ধার্ঘ্য)। প্রকাশক: বাক্-সাহিত্য প্রা: লিমিটেড, কলকাতা।
৪। সেন, অতুলপ্রসাদ। গীতিগুঞ্জ। প্রকাশক: শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ দাস, সাধারণ সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। প্রকাশ কাল: ১৯৩১ (তৃতীয় সংস্করণ বঙ্গাব্দ ১৩৬৪) ২১১ কর্নওআলিস স্ট্রীট কলিকাতা ৬, কলকাতা।

৫। সেন, শ্রীঅতুলপ্রসাদ। কাকলি। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্ ২০৩|১|১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলকাতা। প্রকাশ কাল: পৌষ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

৬। মুখোপাধ্যায়, মানসী। অতুলপ্রসাদ। প্রথম প্রকাশ জন্ম শতবার্ষিকী ডিসেম্বর ১৯৩১, প্রকাশক: বিভাসচন্দ্র বাগচী, অরুণা প্রকাশনী ৭ যুগল কিশোর দাস লেন কলকাতা ৬, কলকাতা।

৭। চক্রবর্তী, সুধীর (সম্পাদক)। দিলীপকুমার রায়। প্রথম প্রকাশ: জুলাই ১৯৯৭, প্রকাশক: ধ্রুবপদ, কলকাতা।

৮। রায়, শ্রী দিলীপকুমার। স্মৃতিচারণ। প্রকাশক: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি:, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১১০০ সংখ্যা মাঘ, ১৮৮৩ শকাব্দ, কলকাতা।

৯। রায়, শ্রী দিলীপকুমার। সুরাঞ্জলি। প্রকাশক: সুরকাব্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ: দোল পূর্ণিমা ৯ ই চৈত্র ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

১০। কথা সাহিত্য (সম্পাদনা) সম্পাদক মন্ডলী। নজরুল সঙ্গ ও প্রসঙ্গ। প্রকাশক: অমর সাহিত্য প্রকাশন, প্রকাশ কাল: বাংলা ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

১১। রায়, শ্রী দিলীপকুমার। স্মৃতিচারণ দ্বিতীয় খন্ড। প্রথম প্রকাশ ৭ ই আষাঢ়, ১৮৮৪ শকাব্দ, প্রকাশক: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি:, কলকাতা।

১২। বসু, কল্যাণকুমার। আমারে এ আঁধারে। প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, জুলাই ১৯৬৯, প্রকাশক: অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির, কলকাতা।

১৩। মিত্র, রাজ্যেশ্বর। সঙ্গীত সমীক্ষা। প্রকাশক: মিত্রালয়, প্রকাশ কাল: ১৫ই চৈত্র ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

১৪। ঘোষ, সুনীলময় (সম্পাদক)। অতুলপ্রসাদ সমগ্র। প্রকাশক: সাহিত্যম্, প্রথম প্রকাশ: কলিকাতা পুস্তকমেলা ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, ১৯৮৩ সাল, কলকাতা।

১৫। ঘোষ, নূপুর ছন্দা। অনন্য অতুলপ্রসাদ। প্রকাশক: সৃষ্টি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ২০০২ সাল, কলকাতা।

১৬। নবী, রশিদুন্ (সম্পাদক)। নজরুল সংগীত সমগ্র। প্রকাশক: কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, তৃতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সাল, ঢাকা।

১৭। খান, সোহেল ইমাম। গজল কথা। প্রকাশক: সুচয়নী পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সাল, ঢাকা।

১৮। গোস্বামী, করুণাময়। নজরুল গীতি প্রসঙ্গে। প্রকাশক: বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, ঢাকা।

১৯। ঠাকুর, রবীন্দ্র নাথ। অখন্ড গীতবিতান। প্রকাশক: বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, পুনর্মুদ্রণ: মাঘ ১৪০১ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

২০। সেন, শ্রী অতুলপ্রসাদ। কাকলি। প্রকাশক: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, প্রকাশ কাল: পৌষ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

২১। সান্ন্যাল, পাহাড়ী। মানুষ অতুলপ্রসাদ। প্রকাশনী: সপ্তর্ষি প্রকাশন, প্রকাশ কাল: জানুয়ারি ২০১২ সাল, কলকাতা।